Mother Color Limited.

160, Shashangaon, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj.

Occupational Health & Safety Procedure

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি

Doc No: MCL/PRO/09/2018-02	Revision: 01	Date: 27/09/2018

DISTRIBUTE TO

- Managing Director
- Resident Director
- Manager (Admin, HR & Compliance)

DOCUMENT REVISION HISTORY

Revision Status	Date	Change Description
00	01/08/2016	New
01	27/09/2018	Revised

Prepared by:	Approved By:
Management Representative	Managing Director

উদ্দেশ্যঃ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি মাদার কালার লিমিটেড অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবিষয়ে একটি পদ্ধতি প্রনয়ন করা হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাপদ্ধতি প্রনয়নের উদ্দেশ্য হলো যাতে সহজেই ও সুষ্ঠুভাবে কারখানার সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সচেতন থাকতে পারে এবং কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হতে পারে।

পরিধিঃ মাদার কালার লিমিটেড -এ কর্মরত সকল সেকশনের শ্রমিক, কর্মচারী ও কমকর্তাগন কারখানার এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের আওতাভূক্ত। মূলতঃ কারখানার সকলেরই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। একারনে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই পদ্ধতি প্রনয়ন করা হয়েছে।

পদ্ধতির বিবরনঃ

১. প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থ্যাপনাঃ

কারখানায় হেল্‌থ সেফটির বাস্তবায়নের জন্য প্রধান কাজ হলো নিয়মিত বিদ্যমান ঝুঁকিসমুহ খুজে বের করা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। এজন্য প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নিরূপন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে, নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

ক) ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ (যেমন-ভবনের অংশবিশেষ, সিঁড়ি, প্রাঙ্গণ, বৈদ্যুতিক লাইন, মেশিনপত্র, ইত্যাদি);

খ) ঝুঁকির প্রকৃতি (যেমন- ফাটল, কর্মকালীন সময়ে তালাবদ্ধ গেইট, বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক সংযোগ, ইত্যাদি);

গ) ঝুঁকির মাত্রা বা স্তর (যেমন-উচ্চ/মধ্যম/সাধারণ/সন্তোষজনক নয়);

ঘ) আশু করণীয় নির্ধারণ (যেমন-ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত-সংস্কার, বন্ধকরণ);

ঙ) ঝুঁকির প্রকৃতি ও স্তরভেদে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং

চ) কারিগরি ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা নিরূপণ।

২. যন্ত্রপাতি ও কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থ্যাপনাঃ

কারখানায় যন্ত্রপাতি ও কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিরাপত্তা বাস্তবায়নের জন্যে একটি মেশিন ইন্সপেকশন ও মনিটরিং শিডিউল প্রস্তুত করতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে বিদ্যমান ত্রুটিসমুহ খুজে বের করা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে, নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

- যন্ত্রপাতি স্থ্যাপনা সংক্রান্ত দিকসমূহ পরীক্ষা;
- যন্ত্রপাতি পরিচালনা পদ্ধতি যাচাই;
- ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ;
- শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও সুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষন; এবং
- ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার দায়-দায়িত্ব নিরূপণ ও প্রস্তাবনা বা সুপারিশ।

৩. বিপজ্জনক ধোঁয়া, বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের ব্যবস্থ্যাপনাঃ

কারখানায় বিপজ্জনক ধোঁয়া, বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ সংক্রান্ত নিরাপত্তা বাস্তবায়নের জন্যে একটি ইন্সপেকশন ও মনিটরিং শিডিউল প্রস্তুত করতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ খুজে বের করা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে, নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

- বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের প্রকৃতি নিরূপণ;
- রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা;

- ব্যবহারিক ও প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নিরূপণ;
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা;
- পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনা; এবং
- নির্দেশনা ও পরামর্শ।

৪. অগ্নিকাণ্ডজনিত ব্যবস্থ্যাপনাঃ

কারখানায় অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত সেফটির বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার হ্যাজার্ডগুলোর সনাক্তকরন ও সেগুলোর নিরাময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য অগ্নিঝুঁকি সনাক্তকরনে একটি ইন্সপেকশন ও মনিটরিং শিডিউল প্রস্তুত করতে হবে, এবং নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ খুজে বের করা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে, নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

- অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য উৎস নির্ণয়;
- প্রতিরোধ ব্যবস্থা;
- অগ্নি মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন ও দক্ষতার মান যাচাই;
- জরুরী বহির্গমন ব্যবস্থাবলী পরীক্ষা ও বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ;
- তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার ক্ষেত্রে গৃহিত পদক্ষেপ;
- অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামাদির মান পরীক্ষা;
- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বা মহড়া; এবং
- প্রস্তাব বা পরামর্শ।

৫. দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ

কারখানার সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় হতাহতের হার ও ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা হ্রাসের জন্য একটি জরুরী দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তুত করা আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে কারখানায় দুর্ঘটনা বিষয়ক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে, নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

- সামগ্রিক পরিবেশ ও পক্রিয়ায় সম্ভাব্য আপতকালীন অবস্থা পর্যালোচনা;
- ব্যক্তি পর্যায়ের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যাচাই বা বিবেচনা;
- ব্যাপকহারে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে উদ্ধার তৎপরতার কর্মপরিকল্পনা;
- দায়িত্ব বন্টন;
- উদ্ধার কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা সরঞ্জামাদি সংরক্ষণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহের উপায় নিরূপণ;
- বিভিন্ন সংস্থার সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় পরিকল্পনা;
- সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত পরিচালনা ও কারণ নির্ণয়;
- দায়-দায়িত্ব নিরূপণ;
- পুন:দুর্ঘটনারোধে প্রদেয় সুপারিশ ও নির্দেশনা; এবং
- দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।

৬. সভা আয়োজনঃ

কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মপ্রক্রিয়া বাস্তাবয়নের অগ্রগতি, যথার্থতা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মুল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য টপ ম্যানেজমেন্ট রিভিউ খুবই গুরুত্বপুর্ণ । এ জন্য নিয়মিত টপ ম্যানেজমেন্ট রিভিউ মিটিং আয়োজন করা হয় । এক্ষেত্রে, নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়।

- সেফ্‌টি কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে ন্যূনতম একবার অনুষ্ঠিত হবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময়ে সভা আহবান করতে পারবে;
- সভায় নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বা সার্ভে রিপোর্ট, নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জরুরীদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি, ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করতে হবে;
- সভার কার্যবিবরণী লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান বা কারখানা কর্তৃপক্ষ ও পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

৭. অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনঃ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গাইডলাইন বা নির্দেশনা পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি মনিটরিং পদ্ধতি আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন পর্যবেক্ষন ও প্রতিবেদন প্রদান বাস্তাবয়ন করা হয়।

৮. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজনঃ

প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকসহ সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন সাপেক্ষে মাসিক ও বাৎসরিক প্রশিক্ষন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। প্রশিক্ষণে কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ, কর্মকর্তা ও শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে মালিক পক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সব প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে এবং অফিসের কর্মসময়ের মধ্যে আয়োজন করতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা বাস্তবায়ন প্রতিনিধিদের প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়,

- কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্মপরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে মালিক বা কর্তৃপক্ষ সেফটি কমিটির সদস্যদের মালিকের খরচে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন;
- এইরূপ প্রশিক্ষণ কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে অথবা কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা যাবে;
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন সদস্যগণ কর্মরত ছিলেন বলে গণ্য হবেন;
- সেফ্‌টি কমিটির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের মাধমে যতদূর সম্ভব সকল শ্রমিককে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত থাকবার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

৯. মহড়া আয়োজনঃ

ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ে জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করা হয়।

১০. তথ্য বা ডাটা সংরক্ষণঃ

সেফ্‌টি কমিটি দেশের সেফ্‌টি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত দ্রুততম সময়ে যোগাযোগের সুবিধার্থে ফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, বিস্তারিত ঠিকানা সম্বলিত তথ্য বা ডাটাবেজ সংরক্ষণ করবে; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিল্ডিং কোড, বিদ্যুৎ, অগ্নিনির্বাপণ, পরিবেশ আইনসহ সেইফটি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান হালনাগাদ অবস্থায় সংরক্ষণ করবে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন, ফর্ম - রেকর্ড ও প্রতিবেদন সমুহ ডকুমেন্ট ও রেকর্ড নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি অসুসারে সকল ডাটা ও রেকর্ড সমূহ সংরক্ষন করা হয়।

১১. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় বিশেষভাবে পালনীয় অন্যান্য বিষয়সমূহঃ

১১.১ ময়লা আবর্জনা অপসারণঃ

- ময়লা ও আবর্জনা অপসারণের উপযুক্ত পন্থা হিসাবে ঢাকনা দেওয়া বাক্সে তা অপসারণ করতে হবে,যাতে উক্ত আবর্জনা হতে দুর্গন্ধ বা জীবাণু বিস্তার করতে না পারে।
- ধাতব পদার্থ, গন্ধময় আবর্জনা ও মেডিকেল আবর্জনাভিন্ন ভিন্ন বাক্সে প্রতিদিন নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।

❖ **ধৌতকরণ**

- অবস্থা ভেদে এবং কাজের প্রকৃতি ভেদে উহা পানি দ্বারা ধৌত অথবারাসায়নিক পদার্থ, তরল বা সলুশোন দ্বারা জীবাণুনাশ করা হয়।
- অবস্থা ভেদে ভিজা কাপড় দ্বারা মুছে নেওয়া হয়।
- প্রয়োজনবোধে জীবানুনাশক ব্যবহার করা হয়।

❖ **পানি নিষ্কাশনঃ**

উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্দমা স্থানীয়ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকতে হবে,যাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোন তরল পদার্থ মেঝেতে জমে থাকতে না পারে।

❖ **চুনকাম ও রং করাঃ**

প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণদেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিড়ি ও যাতায়াত পথ রং বা বার্ণিশ করা থাকলে এবং বহির্ভাগ মসৃণ হলে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার উহা পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করা হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ এডমিন ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এডমিন সেকশন।

১১.২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রেজিস্টার সংরক্ষণঃ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে ওয়েলফেয়ার অফিসার।

১১.৩ বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রাঃ

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং নির্মল বায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালার ব্যবস্থা থাকতে হবে।ভেন্টিলেশনের সু-ব্যবস্থারউদ্দেশ্যে এক্সজস্ট ফ্যান (Exhaust Fan)স্থাপন করতেহবে।

ধূলা-বালি ও ধোঁয়াঃ

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বা কর্মকক্ষে উৎক্ষিপ্ত ধূলা-বালি ও ধোঁয়ার কার্যকর নির্গমনের লক্ষ্যে ‘ডাস্ট সাকার’ সহ উপযুক্ত নির্গমন যন্ত্র স্থাপন করতে হবে এবং তা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন কোনক্রমেই ধূলা-বালি বা ধোঁয়া কর্মকক্ষে বিস্তার করতে না পারে।উক্তরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানেধূলা-বালি ও ধোঁয়াময় স্থানে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে ওয়েলফেয়ার অফিসার।

১১.৪ বর্জ্য পদার্থ অপসারণঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬-এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী সকল বর্জ্য ও তরল অপসারণের ব্যবস্থা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত আইনানুগ বিধি-বিধান ও নির্দেশনা অনুযায়ী হতে হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পরিদর্শকের নিকট দাখিল করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ এডমিন ম্যানেজার বর্জ্য পদার্থ অপসারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা নিবে।

১১.৫ আলোক ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬-এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করে সেই কর্মকক্ষের বা স্থানের আলোক ব্যবস্থা মেঝে হইতে ১.০ মিটার উচ্চতায় কমপক্ষে ৩৫০ লাক্স (Lux)হতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে কমপ্লায়েন্স অফিসার ; টেকনিক্যাল সহযোগিতায় সহঃ ইঞ্জিনিয়ার।

১১.৬ পান করার পানিঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬-এর ধারা ৫৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে সকল শ্রমিকের সহজগম্য এবং সুবিধাজনক স্থানে পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

- পান করার পানি সংরক্ষণের স্থানটি কোন ধৌতাগার, প্রক্ষালনকক্ষ অথবা শৌচাগার হতে অন্যূন ৬ মিটার (২০ ফিট) দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।
- যে স্থানে শ্রমিকদের পান করার পানি সরবরাহ করা হয় সেই স্থানে আশপাশেরএলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- সরবরাহকৃত ভূগর্ভস্থ পানি বা অন্য কোনভাবে সরবরাহকৃত পানি বা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা আর্সেনিক, জীবানুমুক্ত ও খাবার উপযুক্ত কি না তা অন্ততঃ বছরে একবার বা পরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত হলে সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগ বা সরকারের অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতেলিখিত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- যেহেতু অত্র প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে থাকেন একারনে আইনানুযায়ী প্রতি বৎসর ১ এপ্রিল হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকদের ক্যান্টিন, খাবার ঘর এবংবিশ্রাম ঘরে পান করার জন্য যে পানি সরবরাহ করা হয় তা পানি ঠাণ্ডাকরণ যন্ত্র (WaterCooler)অথবা অন্য কোন কার্যকর পন্থায় ঠাণ্ডা করে সরবরাহ করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কোন যন্ত্রের কারণে যদি এমন তাপ সৃষ্টি হয় যা সহনীয়মাত্রারঅতিরিক্ত তাপ উদ্রেক করে তাহলে উক্ত যন্ত্রের সন্নিকটে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্যবাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬-এর ধারা ৫৮(৪) অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন অথবা গুড় বা চিনির শরবত সরবরাহ করতে হবেএবং এই গুড় বা চিনি মিশ্রিত শরবতের পরিমাণ প্রতি শ্রমিকের জন্য দৈনিক ন্যূনতম দুই লিটার হতেহবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে কমপ্লায়েন্স অফিসার।

১১.৭ আবর্জনা বাক্স ও পিকদানিঃ

ক)বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬-এর ধারা ৬০ অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে-(ক) প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্য অন্তত একটি করিয়া পৃথক আবর্জনা ও পিকদানি বাক্স রাখতে হবে।

- পিকদানি বালু ভর্তি থাকতে হবে এবং তার উপরে ব্লিচিং পাউডার থাকতে হবে।
- পিকদানিগুলি প্রতি ৭ দিন অন্তর একবার খালি করে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরতে হবে এবং দৈনিক অন্তত একবার উপরের এক স্তর বালি অপসারণ করে পরিষ্কার করতে হবে।
- আবর্জনা বাক্স প্লাস্টিকের তৈরি ও ঢাকনাসহ থাকতে হবে এবং তাতেপ্রতিদিন জমাকৃত আবর্জনা অপসারণ করতে হবে ও উভয় ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

- উক্ত পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স কর্মকক্ষের দরজার সন্নিকটে স্থাপন করতেহবে এবং তা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় ওময়লা আবর্জনা চোখে না পড়ে।

খ) কোন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স ব্যতীত অন্য কোথাওথু থু বা আবর্জনা ফেলবে না এবং এই বিধান সম্পর্কে নোটিশ কারখানার ভিতরে উপযুক্ত স্থানে সহজেদৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে ওয়েলফেয়ার অফিসার।

১১.৮ ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬-এর ধারা ৬১ (১) বাস্তবায়নেরসময় পরিদর্শক ভবন, পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্টসহ উক্ত ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত কোনপ্রতিষ্ঠানের কোন দেওয়াল, চিমনি, সুড়ঙ্গ, রাস্তা, গ্যালারী, সিঁড়ি, র‍্যাম্প, মেঝে, মাচা, বা বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতির যানবাহন চালানোর রাস্তা বা অন্য কোন কাঠামো, উহা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে রকমই হোক না কেন, যেন তা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক না হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার।

১১.৯ অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনঃ

- প্রতিষ্ঠানের ভবনের প্রতিটি কক্ষযেখানে ২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে অন্যূন দুইটি করে বর্হি:গমন পথথাকতে হবে এবং এইগুলো এমনভাবে অবস্থিত থাকবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের স্থানহতে বর্হি:গমন পথ পর্যন্ত বাঁধাহীনভাবে এবং স্বচ্ছন্দে পৌঁছাতে পারে।
- এধরনের বর্হিগমন পথ কোন শ্রমিকের কাজের স্থান হতে পঞ্চাশ (৫০) মিটারের অধিকদূরত্বে হবে না এবং তা প্রস্থে ১.১৫ মিটার এবং উচ্চতায় ২.০০ মিটারের কম হতে পারবে না।
- যেক্ষেত্রে কারখানা ভবনে বা ভবনের কোন অংশে কোনসময় ২০ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে সেই ক্ষেত্রে জরুরি মূহুর্তে বের হওয়ার উপায়ের মধ্যে ভবনের ভিতরে বা বাইরে স্থায়ীভাবেনির্মিত কমপক্ষে দুইটি মজবুত এবং পৃথক সিঁড়ির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এগুলো অগ্নি প্রতিরোধক পদার্থ দ্বারা নির্মাণ এবং সরাসরি ও বাঁধাহীন যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্বলিত হতে হবে।
- আগুন লাগলে বের হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃতব্য প্রত্যেকটি সিঁড়ি মজবুতহ্যান্ড রেলযুক্ত থাকবে এবং উক্ত সিঁড়ি তার রেল তাপ-অপরিবাহী ও অগ্নি প্রতিরোধক পদার্থ দ্বারানির্মাণ করতে হবে এবং সিঁড়িটি অমসৃণ হতে হবে।
- সিঁড়িতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন সিড়িঁটি ধোঁয়াচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন না হতে পারে এবং চিলেকোঠায় অবস্থিত দরজা কাজ চলাকালীন বন্ধ বাতালাবদ্ধ রাখা যাবে না।
- প্রতিটি ফ্লোরের ন্যূনতম একটি গ্রীলবিহীন জানালা থাকবে যা কব্জাসংযুক্ত হতেহবে এবং যাতে জরুরি প্রয়োজনে খুলে লেডার বা দড়ির মই এর সাহায্যে নীচে নেমে আসাযায় এবং নীচ তলায় শক্ত দড়ির জাল সংরক্ষণ করতে হবে যাতে অগ্নি দুর্ঘটনার সময় জরুরিপ্রয়োজনে দড়ি বেয়ে উক্ত জালে অবতরণ করা যায়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে ফায়ার সেফটি অফিসার।

১১.১০ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহঃ

ক) কারখানার প্রতিতলায় প্রতি ১০০০ বর্গমিটার মেঝে এলাকার জন্য ২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানি ভর্তি একটিড্রাম এবং ১০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি করে ধাতব পদার্থ দ্বারা নির্মিত লাল রংয়ের খালিবালতি ঝুলন্ত অবস্থায় সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, এবং প্রতিটি বালতিবাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে।

খ) পূর্বের পয়েন্টে উল্লেখিত সরঞ্জামাদি পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত অবস্থানে রাখিতে হইবে এবং আগুন নিভানো ব্যতীতঅন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হইবে না এবং অগ্নি নির্বাপনের জন্য ব্যবহার্য লেখাসম্বলিত হতে হবে।

গ) কেবলমাত্র দাহ্য তরল বা অন্য পদার্থ হইতে যেখানে আগুন লাগিবার ঝুঁকিবর্তমান এবং যেখানে পানি ব্যবহারযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্র ব্যতীত, সব সময় বালিভর্তি রাখিতে হইবে:তবে শর্ত থাকে যে, কারখানা যদি ফায়ার হাইড্রেন্ট অথবা স্প্রিঙ্কলার দ্বারাসুরক্ষিত থাকে তবে উপরোক্ত সরঞ্জামাদি প্রয়োজন হবে না।

ঘ) কারখানার প্রতি ৮৫০ বর্গমিটার স্থানের জন্য প্রতি তলায় ফায়ার সার্ভিসবিভাগের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী একটি হোজরিল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিতস্থানে স্থাপন করতে হবে, তাতে অবারিত পানির সংযোগ থাকবে এবং প্রতিবৎসর ন্যূনতম একবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অগ্নি নির্বাপনের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তালিখিতভাবে রেকর্ডপূর্বক মহাপরিদর্শক কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদেরবিধান প্রতিপালন শিথিল করতে পারবেন।

- যেহেতু অত্র কারখানা ৯০ বর্গমিটার অধিক আয়তন বিশিষ্ট একারনে দাহ্যতরল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং দাহ্য ধাতু ব্যতীত অন্য দাহ্য বস্তু হইতে আগুন লাগতে পারে এরূপ স্থানে নির্ধারিত বালতির অতিরিক্ত প্রতি ৯০ বর্গমিটার স্থানের জন্য একটি ড্রাইকেমিক্যাল পাউডার অগ্নি নির্বাপক বা অনুরূপ ধরনের বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে।
- যেখানে দাহ্য তরল হতে আগুন লাগতেপারে, সেখানে বর্ণিত মাত্রায় অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র রাখতে হবে এবং সেগুলো ফোমটাইপ, ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (এবিসি টাইপ), কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অগ্নি নির্বাপক বা অনুরূপধরনের হতে হবে।
- যেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি হতে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে সেখানেবর্ণিত মাত্রায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে এবং তা কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ড্রাইক্যামিকেল পাউডার নির্মিত বা অনুরূপ পদার্থ সম্বলিত হতে হবে।
- প্রত্যেক বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে স্থাপনকরে রাখতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিদর্শক যেক্ষেত্রে এরূপ অভিমত প্রদান করেন যে, প্রতিষ্ঠানেরভবন বা কক্ষে অগ্নি নির্বাপণী কর্তৃপক্ষ (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) দ্বারা অনুমোদিতএবং স্বীকৃত পন্থায় পর্যাপ্ত স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধি - ২০১৫-এ বর্ণিত প্রতিটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।
  - ক) এমন সুদৃশ্য স্থানে স্থাপন করতে হবে যেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
  - খ) তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য সকল অংশ হতে প্রবেশযোগ্য স্থানে স্থাপন করতে হবে।
  - গ) যতদূর সম্ভব প্রত্যেক ফ্লোরের বর্হিগমন হওয়ার পথ (Exit) অথবা সিঁড়িরভূসংযোগস্থল (Stair Landing) এর নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করতে হবে,তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই জরুরি নির্গমন বাঁধাগ্রস্থ না হয়।
  - ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেওয়াল (supporting wall) অথবা কাঠের, ধাতব ওপ্লাস্টিকের তৈরি কেবিনেটে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন অগ্নিনির্বাপকযন্ত্রের তলদেশ ভূসমতল (ground leval) হতে ১০০০ মিলিমিটার উপরে হয়।
  - ঙ) প্রত্যেক ফ্লোরের একই স্থানে স্থাপন করতে হবে;
  - চ) ভবনের অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেমন-রানড়বাঘর, জনবহুল এলাকা (crowdedarea),গুদাম, বৈদ্যুতিক বিভাজন পয়েন্ট, দাহ্যবস্তু সম্বলিত এলাকা, ইত্যাদিস্থানে স্থাপন করতে হবে এবং তা বহনযোগ্য (portable) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হতে হবে।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরে সহজে দৃশ্যমান এক বা একাধিকস্থানে বহির্গমন পথের নকশা (Evacuation Plan) প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- যতদূর সম্ভব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রমিককে, অন্তত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগেনিযুক্ত শ্রমিকদের কমপক্ষে ১৮% শ্রমিককে অগিড়বনির্বাপণ জরুরি উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্য হইতে অগ্নিনির্বাপক দল, উদ্ধারকারী দল ও প্রাথমিক চিকিৎসা দল (প্রতি দলে ৬%সদস্য) গঠন করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ফরম-২২ অনুযায়ী এতদসম্পর্কিত রেকর্ডসংরক্ষণ করতে হবে।
- অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধারকারী ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলকে কাজ চলাকালীন অবশ্যইনির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে এবং উক্ত পোশাক হবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) অগ্নিনির্বাপণ দল - হলুদ রং এর এপ্রোণ পিছনে লাল রং এ 'আগুন' (Fire)লিখা থাকবে।

(খ) উদ্ধারকারী দল - হলুদ রং এর এপ্রোণ পিছনে লাল রং এ 'উদ্ধার' (Rescue)লিখা থাকবে।

(গ) প্রাথমিক চিকিৎসা দল - সাদা রং এর এপ্রোণ পিছনে লাল রং এ 'প্রাথমিকচিকিৎসা'(First Aid) লিখা থাকবে।

- কমপক্ষে ৫০০ জন শ্রমিক কর্মরত এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় একজনট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাখতে হবে যাহার দায়িত্ব হবে সব অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদির যথাযথ সংরক্ষণও প্রস্তুত রাখা এবং উল্লিখিত তিনটি দলকে প্রতি ছয় মাস অন্তর পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদানকরা।
- প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় আগুন লাগিলে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অগ্নিনির্বাপক বিধিমালার যথাযথ কার্যকরীকরণের জন্য একটি বিস্তারিত'অগ্নিনির্বাপণী পরিকল্পনা' প্রস্তুত করবেন।
- প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্ঘটনার সময় জরুরি নির্গমনের মহড়ার আয়োজন করতে হবে এবং ফরম-২২(ক) অনুযায়ী রেকর্ডবুকসংরক্ষণ করতে হবে এবং মহড়া আয়োজনের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক এবংনিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপণের প্রয়োজনে অন্তত ৫০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জলাধারের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উহা সব সময় পানি দ্বারা পূর্ণ থাকতেহবে এবং হোজরিলের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে এবং উক্ত জলাধার ভবনের কাঠামোর উপরকোন প্রকার চাপ বা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারবে না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ ফায়ার সেফটি অফিসার ও কমপ্লায়েন্স সেকশন।

১১.১১ বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্কতাঃ

ক) বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন এবং সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যথাযথ আকৃতির এবং পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন হতে হবে এবং এমনভাবে নির্মিত, সংরক্ষিত ও কার্যকর হতে হবে যাহাতে তা কোন ব্যক্তির দৈহিক ঝুঁকির কারণনা হয়।

খ) কারখানা বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বে বা ব্যবসা বা সেবা চালু করার পূর্বে অবশ্যই বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এর উপযুক্ততা সনদ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

গ) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন প্রকার বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেখানে এমন স্বয়ংক্রিয় কারিগরি কৌশল স্থাপন করতে হবে, যাহার ফলে কোন প্রকার বৈদ্যুতিক বা অগ্নিকান্ডের দুর্ঘটনা ঘটলে যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবেঅচল হয়ে যাবে।

ঘ) উক্তরূপ কারিগরি কৌশল স্থাপনের ব্যাপারে পরিদর্শক নিশ্চিত হলে তিনি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনার সময় উক্ত কারিগরি কৌশলটি বিবেচনায় গ্রহণ করবেন।

ঙ) প্রতিটি বহনযোগ্য হাত-বাতি অবশ্যই অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত হাতল সংযুক্ত হতে হবে এবং উহার বাল্বটি অবশ্যই ল্যাম্পধারকের ধাতব অংশ হতে বিযুক্তভাবে ভিতরেখাঁচার মধ্যে রাখতে হবে।

চ) বাস্তবসম্মত বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি নমনীয়ভাবে এবং সরবরাহ লাইনের মধ্যবর্তী সংযোগ যথাযথভাবে ডিজাইন করে থ্রিপিন প্লাগ ও সুইচ সমেত সকেট সংযুক্ত রাখতে হবে, যাতে ভুল অন্তঃপ্রবেশ সম্ভব না হয়।

ছ) সকল বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ও সুইচ বোর্ডসমূহ বিদ্যুত অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা 'কনসিল ওয়ারিং' এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

জ) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রতি ১২ (বারো) মাসে অন্তত একবার অথবা সার্টিফিকেটে প্রদত্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে একজন উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওয়্যারিং পরিদর্শকবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ আর্থিং (earthing)ও ওয়্যারিং (wiring) পরীক্ষা করিয়ে ফলাফলসহ প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

ঝ) বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে না।

ঞ) ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধরন, পরিকল্পনা এবং কারখানার যে কোন অংশে যেখানে দহনযোগ্য বা বিস্ফোরক মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় বা জমা রাখা হয় সেই অংশের বৈদ্যুতিক তারেরলাইন লাগানোর ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শককে অবহিত করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ সহঃ ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিকাল)।

১১.১২ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং চলাচলের রাস্তাঃ

যন্ত্রপাতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেওয়াল হতে যন্ত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার হতে হবে এবং স্থাপিত যন্ত্র বাযন্ত্রসারির পাশে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকলে দেওয়াল হতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব এবং চলাচলের রাস্তা ন্যূনতম ০.৭৫ মিটার রাখা যাবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে সহঃ ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিকাল)।

১১.১৩ অতিরিক্ত ওজনঃ

ক) কোন প্রতিষ্ঠানের কোন পুরুষ বা মহিলাকে নিম্নবর্ণিত ওজনের অতিরিক্ত ওজনবিশিষ্ট কোন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার বা সরঞ্জাম কারো সাহায্য ব্যতীত হাতে বা মাথায় করে উত্তোলন, বহন বা অপসারণের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা যাবে না, যথা:

i. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ .... ৫০ কিলোগ্রাম; এবং

ii. প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ....৩০ কিলোগ্রাম।

খ) পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রাস্তা অবশ্যই এমনভাবে বাঁধামুক্ত হতে হবে যাহাতে শ্রমিকের হোঁচট খাইবার সম্ভবনা না থাকে এবং কোন মতেই উহা পিচ্ছিল হতে পারবে না : তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ওজন বহন করে উপরে উঠাইতে হয় সেই ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত পরিমাণ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনুযায়ী পরিদর্শকের নির্দেশ মোতাবেক কম

গ) করতে হবে যাপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোগ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৫ কিলোগ্রামের অধিক হবে না।

ঘ) কোন মালিকের বা প্রতিষ্ঠানের কাজে, কিশোর বা কিশোরী ও অন্তসত্ত্বা অবস্থায় কোন মহিলাকে কোন দ্রব্য, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি হাতে বা মাথায় করে বহন, উত্তোলন বা অপসারণের জন্য নিয়োজিত করা যাবে না।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে কমপ্লায়েন্স অফিসার।

১১.১৪ চোখের নিরাপত্তাঃ

যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে চোখে আঘাত লাগতে পারে বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেসকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই কার্যকর মেশিন গার্ড বা চোখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এরূপ চশমা ব্যবহার করতে হবে।

i. বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাঃ

কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারেন এবং সেই স্থান হতে এমন বিপজ্জনক ধোঁয়া উদগত হতে পারে যা কোন ব্যক্তির পক্ষে ঝুঁকির কারণ হয় এমন প্রত্যেক আধার, কূপ, গর্ত, সূড়ঙ্গ পথ বা অন্য আবদ্ধ স্থান, আয়তাকার এবং ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার ম্যানহোল সজ্জিত রাখতে হবে এবং তা

ক) আয়তাকার বা ডিম্বাকৃতি হইলে দৈর্ঘ্যে ৪০.৬৫ সেন্টি মিটার এবং প্রস্থে ৩০.৫০ সেন্টিমিটারের কম হবে না

খ) গোলাকার হইলে তার ব্যাস ৪০.৬৫ সেন্টি মিটারের কম হবে না;

গ) অক্সিজেনের মাত্রা ১৯ শতাংশের কম বাতাস বিশিষ্ট হবে না;

ঘ) পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকা বা পানি প্রবেশের ঝুঁকিমুক্ত হবে;

ঙ) সহজে উঠা নামার জন্য প্রবেশমুখ হতে ০৬ তলা পর্যন্ত স্থায়ী গাথুনির মইয়েরব্যবস্থা সমৃদ্ধ হতে হবে।

ii. কর্মকক্ষে ধুমপান এবং উন্মুক্ত আলো নিষিদ্ধকরণঃ

প্রতিষ্ঠানের যে কোন স্থানেবিপজ্জনক হতে পারে বা পরিদর্শক যে স্থানে নির্দেশ প্রদান করেন সেরূপ স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধ করে এবং উন্মুক্ত আলোর (যেমন- মোমবাতি, কুপি, দেশলাই, গ্যাস লাইটার, ইত্যাদি) ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এবং আগুন লাগলে প্রয়োজনীয় সাবধানতা সম্পর্কে সহজ বাংলাভাষায় লিখিত নোটিশ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে কমপ্লায়েন্স অফিসার।

১১.১৫ শ্রমিকের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহঃ

ক) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শ্রমিকের দৈহিক ক্ষতি অথবা জখমের আশংকা রয়েছে এরূপ স্থানে বা কাজে আইন, এই বিধিমালা বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্দেশমত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ নিরাপত্তা উপকরণ যেমন- সেইফটি সু, হেলমেট, গগল্‌স, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, ইয়ার মাফ ও ইয়ার প্লাগ, কোমর বন্দ, এপ্রোন,প্রভৃতিসহ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ ও উক্ত সামগ্রী ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেকশনঃ কমপ্লায়েন্স ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে কমপ্লায়েন্স অফিসার।

অনুমোদন ক্রমেঃ

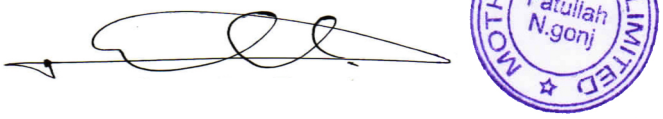

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মাদার কালার লিমিটেড

অনুলিপিঃ
১) সকল বিভাগীয় প্রধান
২) নোটিশ বোর্ড
৩) অফিস কপি